1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

মসজিদে হারাম

নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

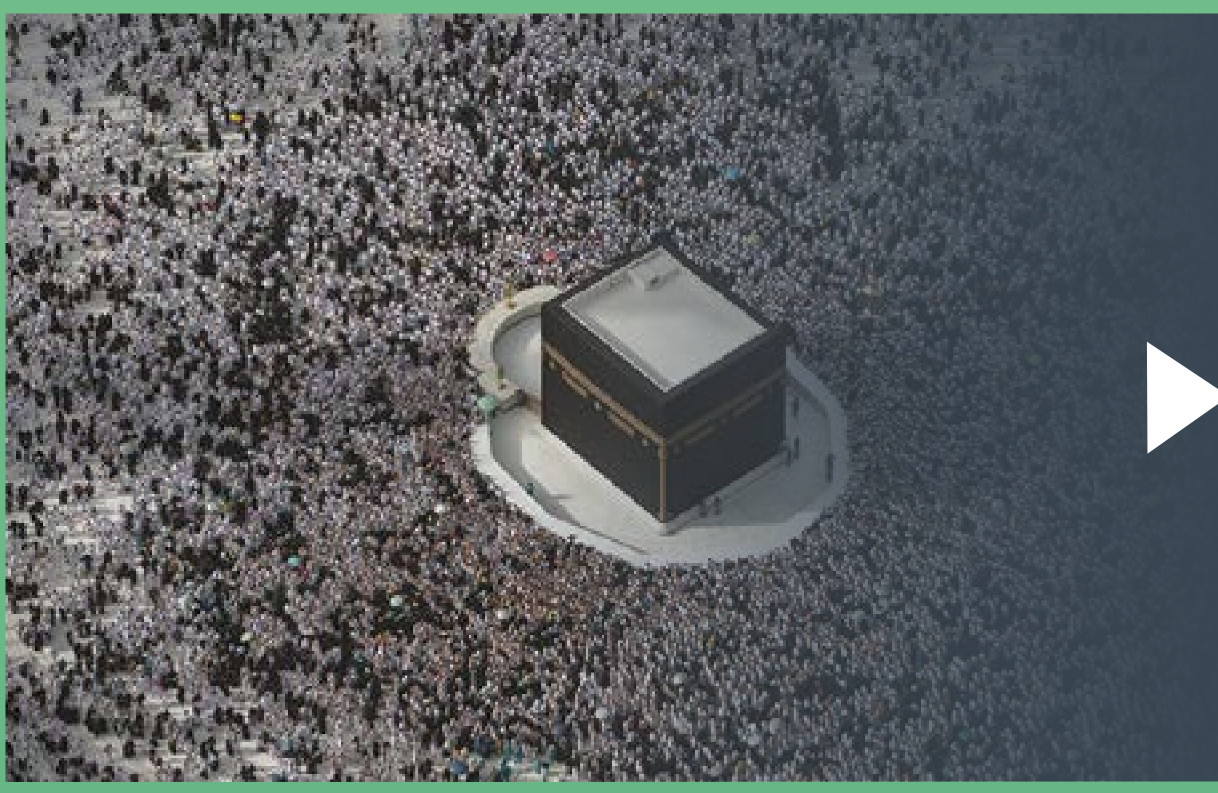
এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُو URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

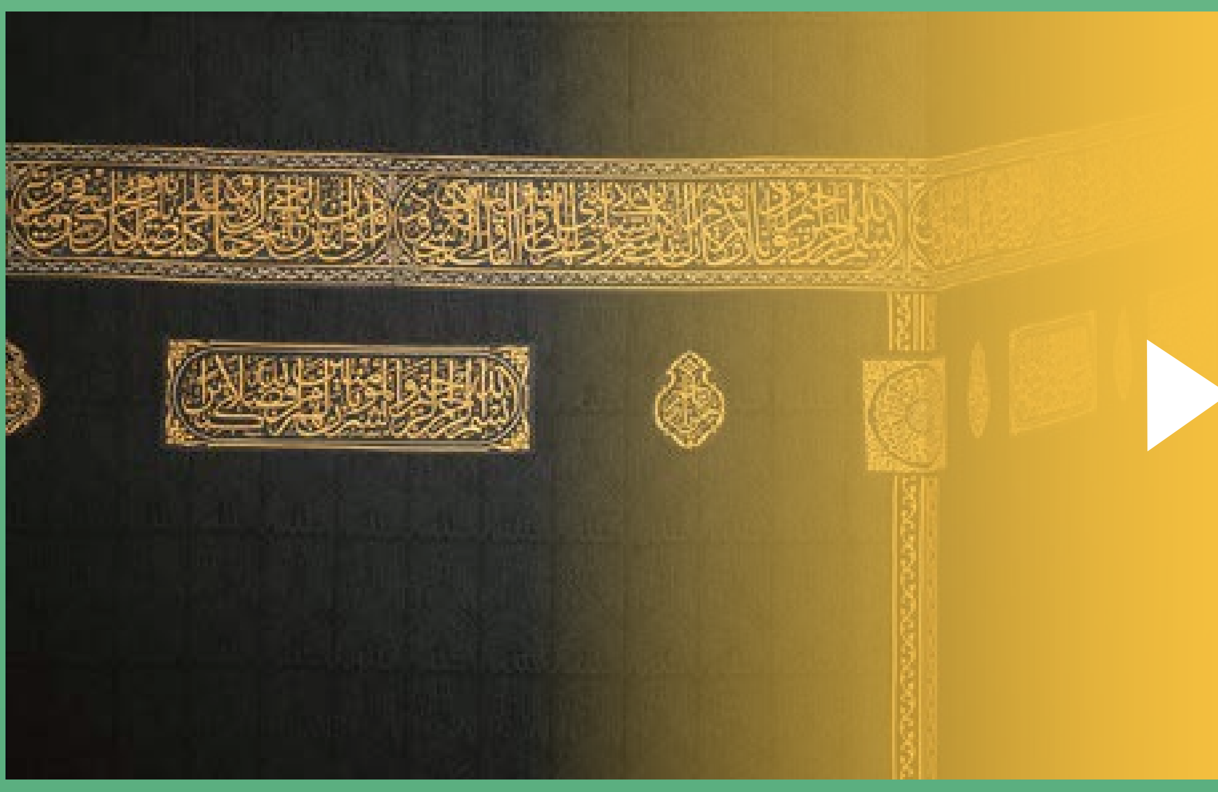


সচেতনমূলক মসজিদে হারাম নির্দেশিকা

পছন্দসই পৃষ্ঠায় যেতে যেকোনো শিরোনামে ক্লিক করুন



▶ হারামের বৈশিষ্ট্য কী?



▶ কাবা



▶ হাজারে আসওয়াদ



▶ মাকামে ইবরাহীম



▶ সাফা ও মারওয়া



যমযম কূপ



মসজিদে হারামে প্রদত্ত অন্যান্য সেবা



জুমুআর খুতবা অনুবাদ সেবা



মুসল্লীদের জিজ্ঞাসার জবাব



হুইল চেয়ার সেবা



▶ প্রতিবন্ধীদের সেবা



▶ পরিচর্যা কেন্দ্র

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

এই নির্দেশিকাতে আপনি মসজিদে হারাম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য জানতে পারবেন।





মক্কার গুরুত্ব ও মর্যাদা

মক্কা মুকাররমা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) কাছে পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সবচেয়ে প্রিয় শহর। আল্লাহ তাআলা এটাকে হজ্জের জন্য মনোনীত করেছেন। এর প্রতি ছুটে আসাকে মর্যাদা বৃদ্ধি ও পাপ মোচনের মাধ্যম বানিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর কসম! তুমি সর্বোত্তম ভূমি। তুমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ভূমি’। [সুনানে তিরমিযি (৩৯২৫)]

এখানেই রয়েছে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿97﴾

‘নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্মিত হয়েছে, সেটা এ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়’। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৬]

এই নির্দেশিকাতে আপনি মক্কা ভ্রমণ ও সেখানে থাকা সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন।





হারাম কী?

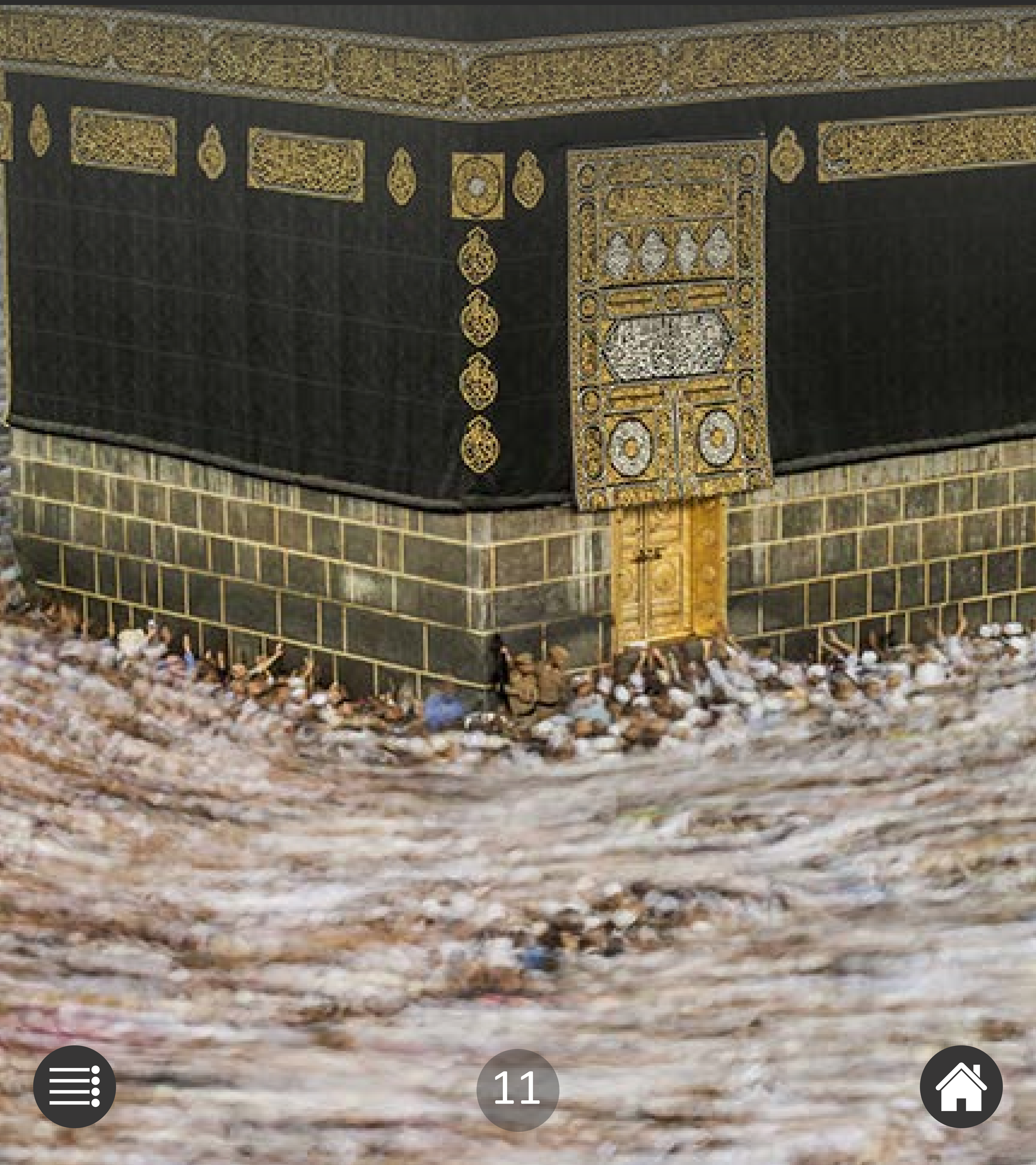
কেন?

‘হারাম’ হচ্ছে এমন জায়গা যাতে সেসব বিষয় নিষিদ্ধ যা অন্যত্র নিষিদ্ধ নয়। এটা মূলত নিষেধকারীর গৌরব ও বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ

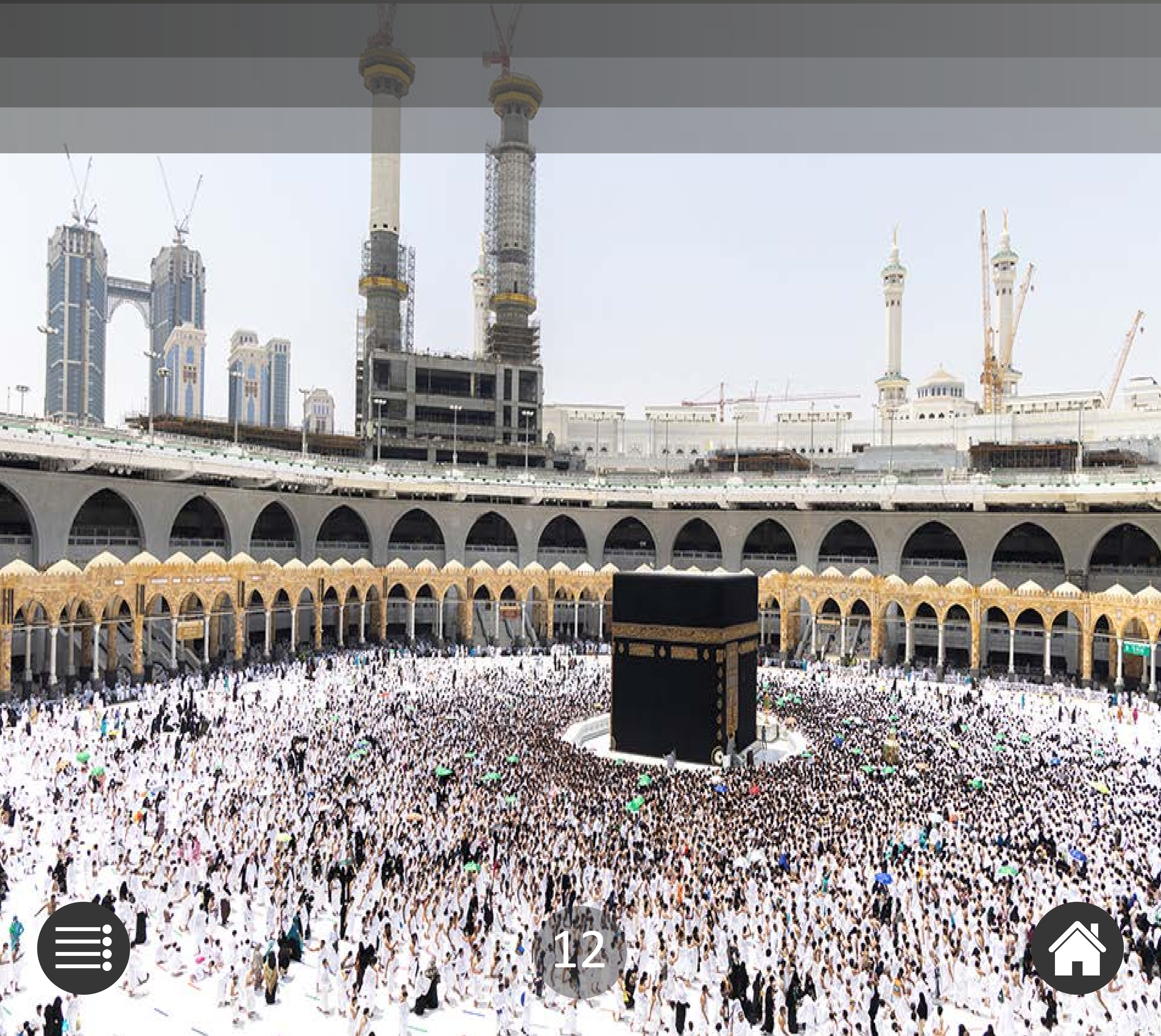
‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়াবলিকে গুরুতর জ্ঞান করবে, তার প্রভুর নিকট সেটা তার জন্য উত্তম’[সূরা আল-হাজ্, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তাআলা এই ভূমিকে মনোনীত ও বাছাই করেছেন। এটাকে হারাম বানিয়েছেন। ফলে এখানে এমন অনেক বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন যা অন্যত্র বৈধ রেখেছেন। এটার মাঝে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যা অন্যত্র রাখেননি।



এটা গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত মনোনয়ন। কারণ আল্লাহ তাআলা এই ভূমিকে মনোনীত করেছেন ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই। পৃথিবী বিলয় পর্যন্ত এটা অবশিষ্ট থাকবে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা এই শহরকে হারাম করেছেন যেদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এটা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে’।





আমার জন্য হারামের তাৎপর্য কী?

আপনি এখন এমন একটি স্থানে রয়েছেন আল্লাহ তাআলা যাকে মানব সৃষ্টির পূর্বেই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। এখানে মানুষের বসবাসের পূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তাঁর ঘর বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে এটা গোটা বিশ্ববাসীর কিবলা ও হিদায়াতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

‘নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্মিত হয়েছে, সেটা এ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়’। সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৬]

সুতরাং আপনি এমন একটি স্থানে রয়েছেন যেখানে পুণ্যের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যেখানে গুনাহ করা অন্যান্য স্থানে গুনাহ করার মতো নয়।



আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম অতঃপর তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) কে এটা পবিত্র ও আবাদ রাখতে এবং এর যথাযথ যত্ন নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।





হারামের সীমারেখা

হারামের রয়েছে নির্ধারিত সীমারেখা যা আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর মানুষ সেটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঐতিহ্য সূত্রে জেনেছে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটাকে সুস্পষ্ট করেছেন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বর্তমানে মক্কার দিকে যাওয়া সকল পথের ওপর সেসব সীমা চিহ্নিত রয়েছে।

কাবার বিভিন্ন দিক থেকে এর দূরত্বও ভিন্ন ভিন্ন:

মদীনা মুনাওয়ারার দিক থেকে (তানঈম):

(৬.৫ কি .মি.)

জেদ্দা হাইওয়ের দিক থেকে:

(২২ কি.মি.)

নতুন আল - লিছ রোড থেকে:

(১৭ কি.মি.)

তায়েফের আস-সাইল রোডের দিক থেকে:

(১২.৮৫০ কি.মি.)

তায়েফের আল-হাদা রোডের দিক থেকে:

(১৫.৫ কি.মি.)

শরীয়তে হারাম অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে আগত লোকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানান বিধি-বিধান রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আমরা এখানে তুলে ধরবো।





হারামের বৈশিষ্ট্য কী?

মক্কা ও হারাম অঞ্চলের এমন কিছু বিধান, আদব ও মর্যাদা রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলের নেই। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

১ এখানে এক নামাজ পৃথিবীর অন্যত্র এক লক্ষ নামাজের চেয়ে উত্তম। এটা হারামের সীমারেখার মাঝে বিদ্যমান সকল মসজিদ ও ঘরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২ এখানে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৩ এখানে সকল প্রকারের পশু-পাখি শিকার নিষিদ্ধ।

৪ এখানের গাছপালা কিংবা ঘাস কাটা নিষিদ্ধ।

৫ এখানে মানুষের প্রাণ ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। ফলে কাউকে হত্যা করা কিংবা কারও ওপর জুলুম করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ آمِنًا

'যে এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ'। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]


হজ্জের মৌসুমে এখানে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ফলে হজ্জ পারমিট ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। এটা মূলত হাজ্জীদের জন্য জায়গা খালি করে দেয়া ও তাদের যথাযথ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।



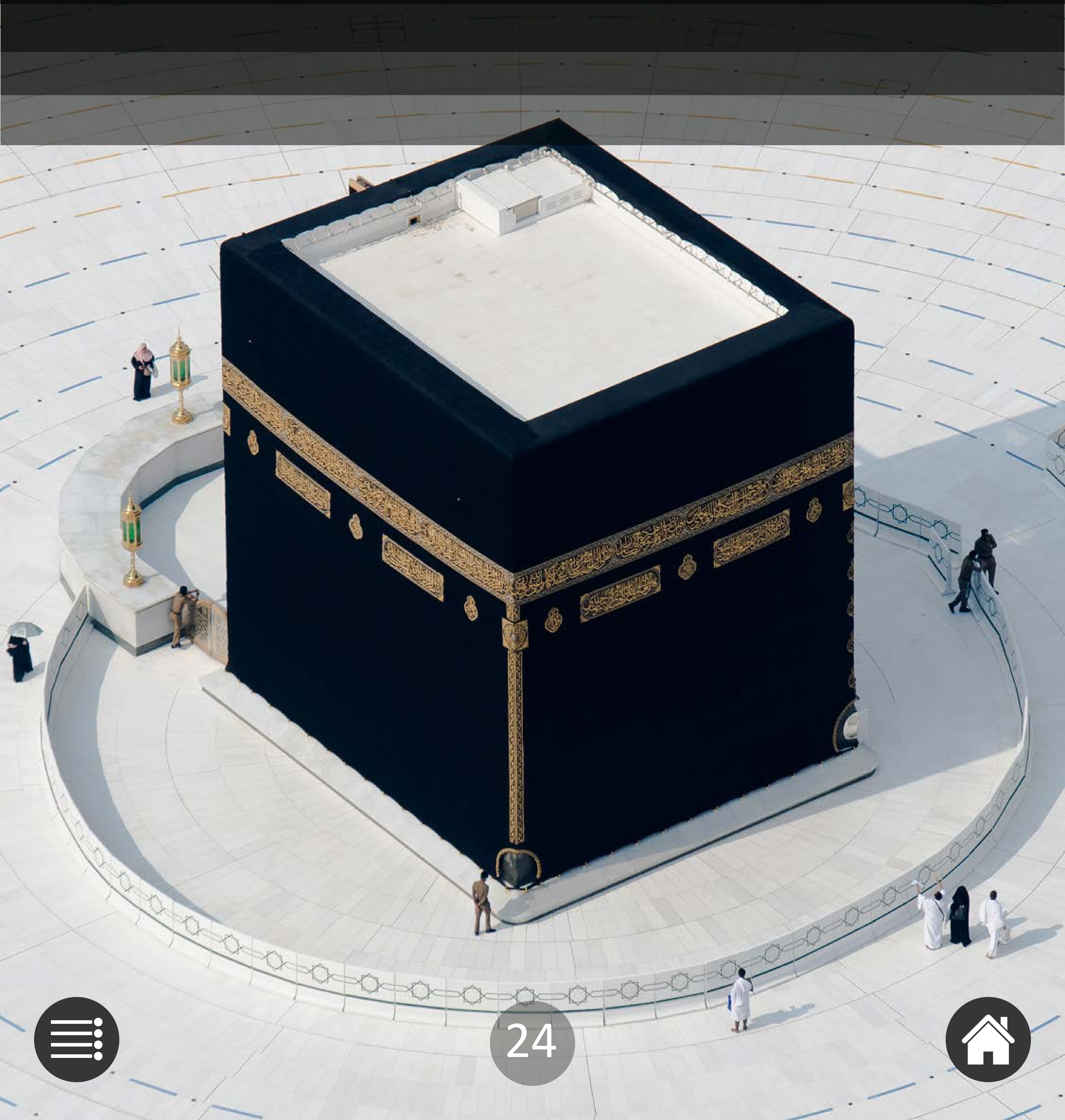
কাবা

‘কাবা’ মুসলমানদের কিবলা ও তাদের হৃদয়ের ঠিকানা। কেবল এর চারপাশেই আল্লাহর ইবাদতের জন্য তওয়াফ করা হয়।



কাবাঘরের চারটি কোণ রয়েছে যা মূলত দিক হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে

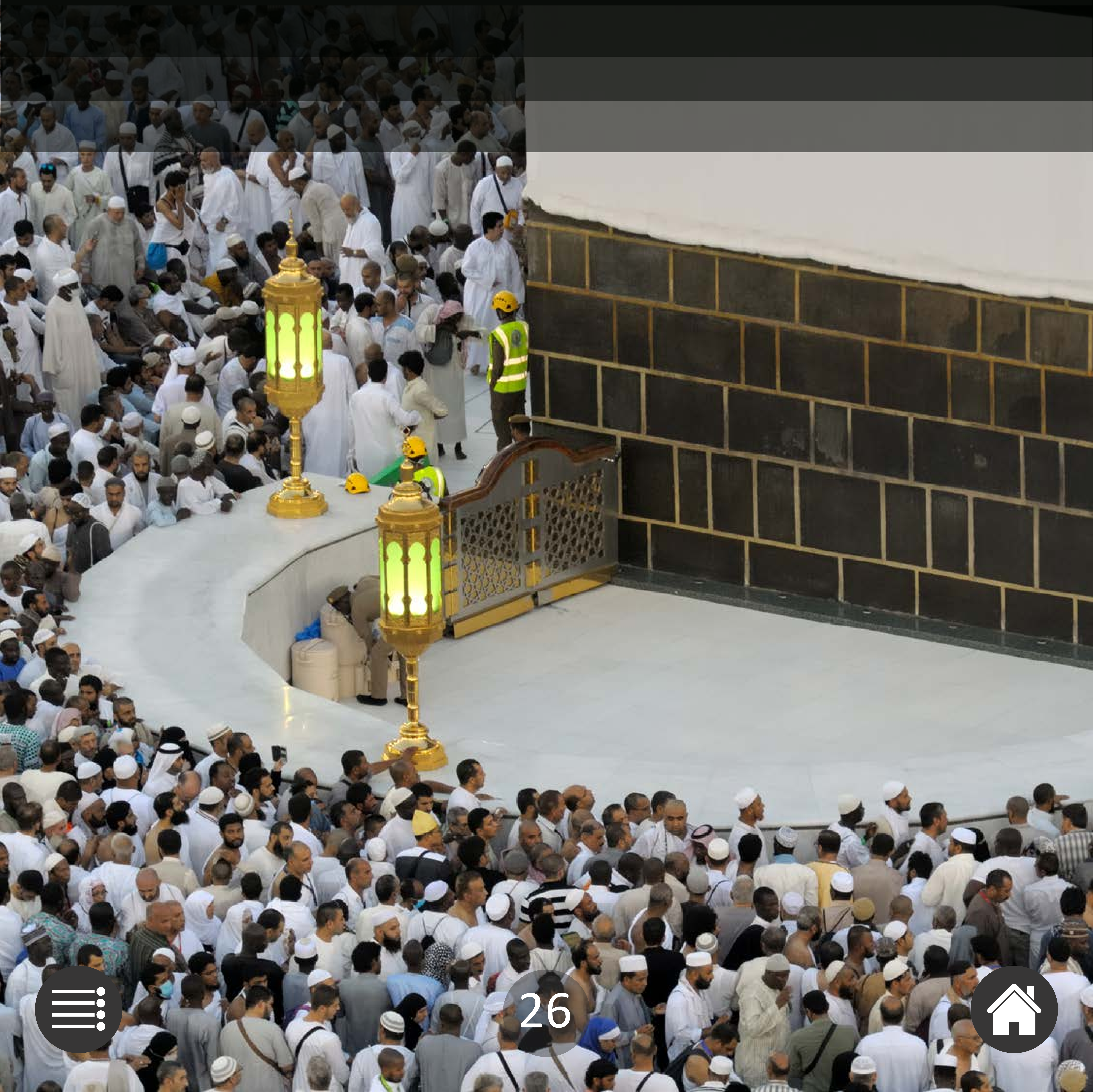
- দক্ষিণ দিকে রুকনে ইয়ামানী।
- পূর্ব দিকে হাজারে আসওয়াদ।
- পশ্চিম দিকে রুকনে শামী।
- উত্তর দিকে রুকনে ইরাকী।




الله أكبر
١٤٤٠هـ

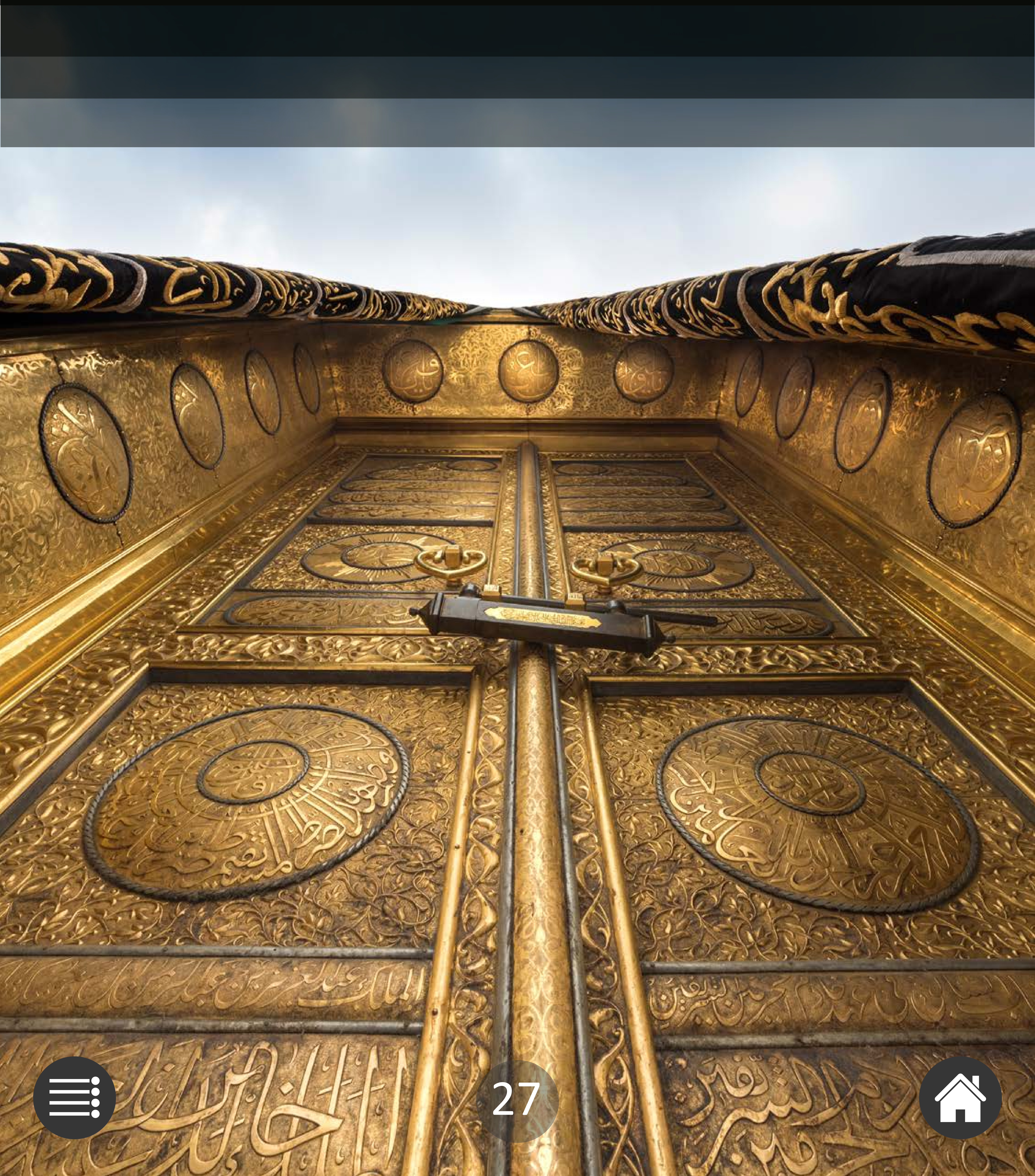
হাতীম (হিজরে ইসমাঈল)

এটা কাবার পাশের একটি অর্ধ বৃত্তাকার খোলা জায়গা। এর অংশবিশেষ এক সময় কাবার অংশ ছিল।



কাবার দরজা

- পূর্ব দিকে অবস্থিত।
- ৩১৮ সে.মি. দৈর্ঘ্য ও ১৭১ সে.মি. প্রস্থ।
- বর্তমানে এটা (২৮০) কেজি খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী।



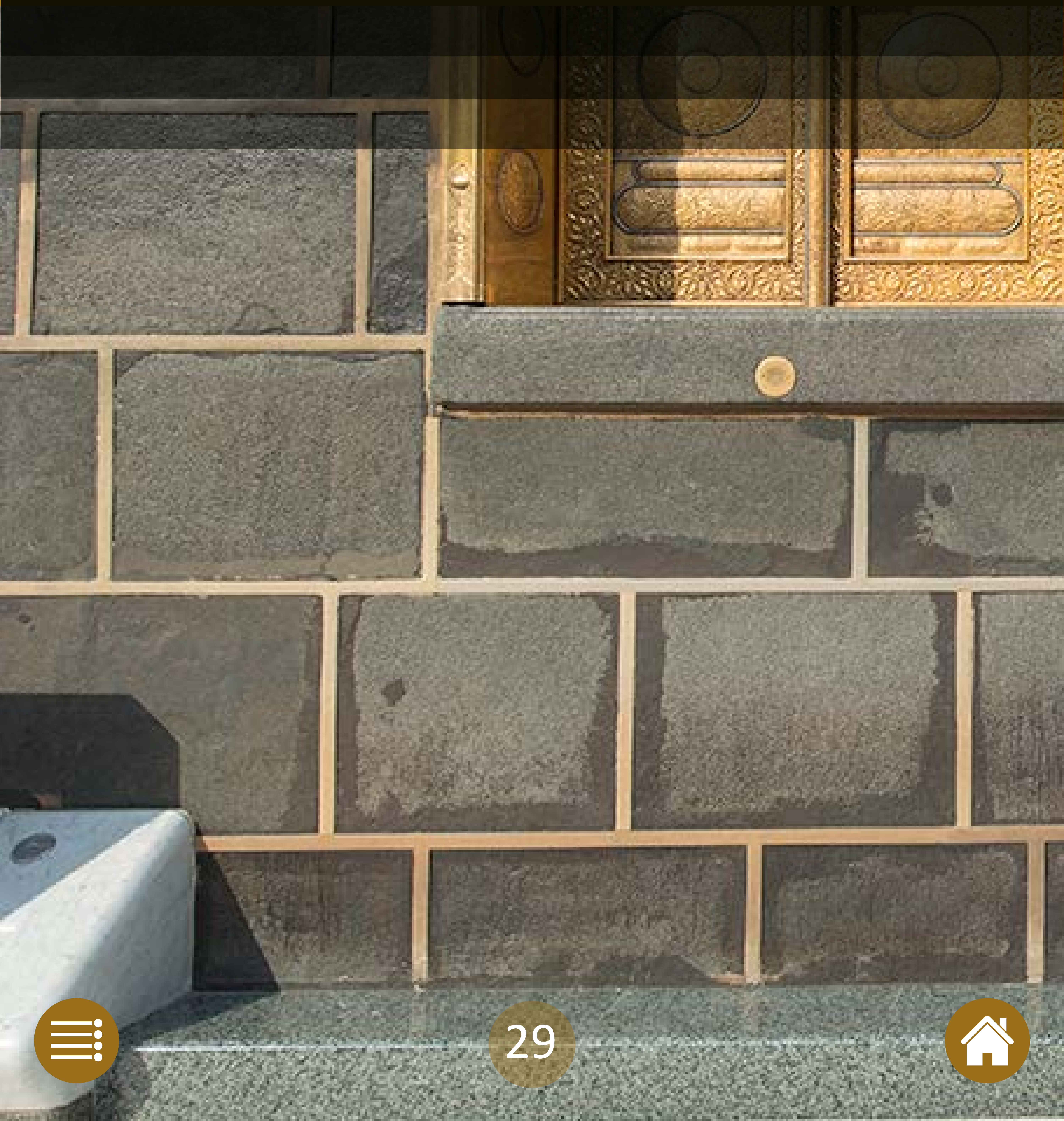


إياك نعبد
وإياك نستعين

মুলতাযাম

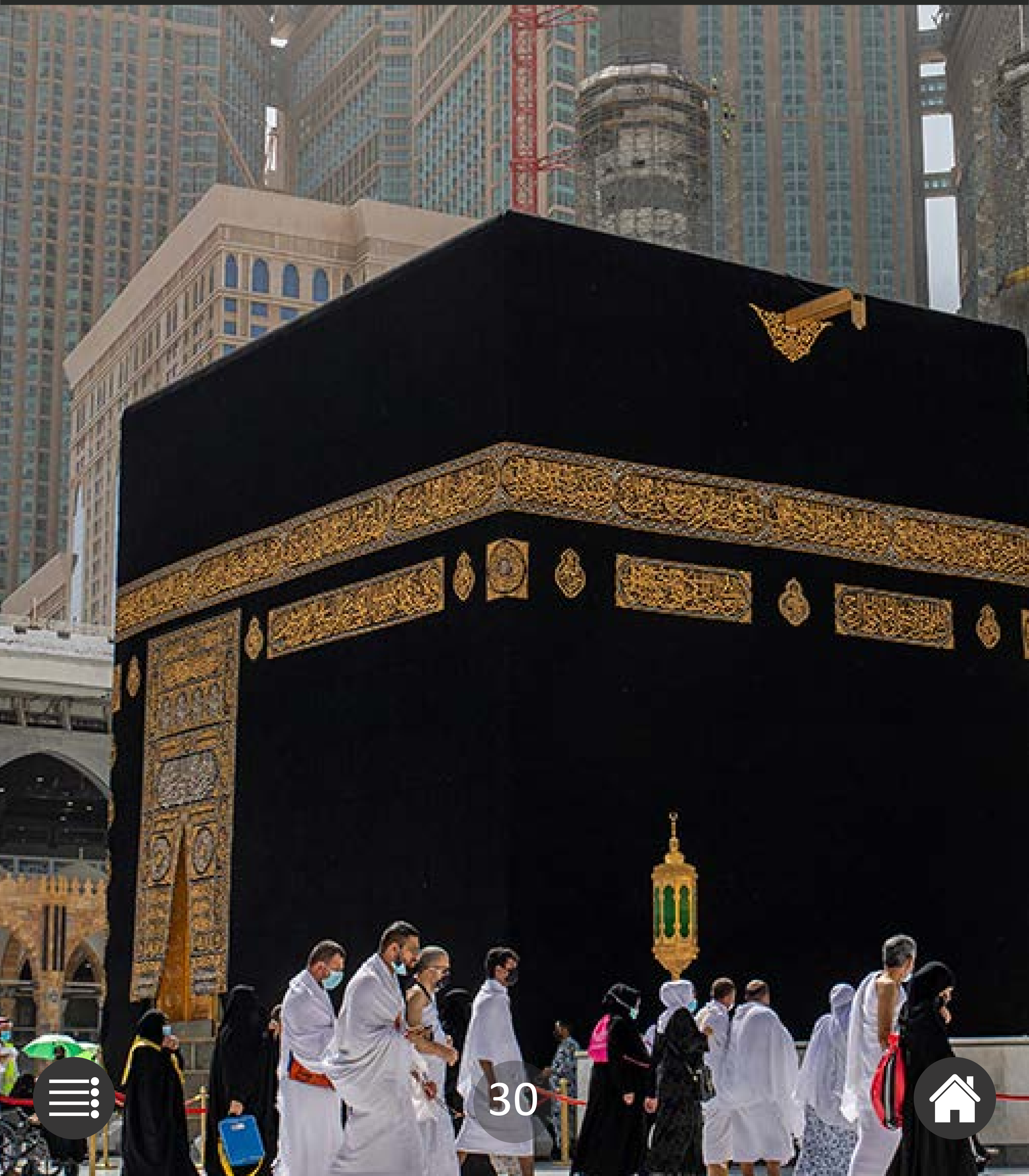
হাজারে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝখানে অবস্থিত পূর্ব দিকের দেয়ালের অংশবিশেষ।

‘ইলতিযাম’ অর্থ হলো: দুআ করার সময় এখানে বুক, মুখ ও হাত রেখে দুআ করা। তবে হজ্জের মৌসুমে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে এমন করা দুরূহ বরং দুঃসাধ্য ব্যাপার।



মীযাব

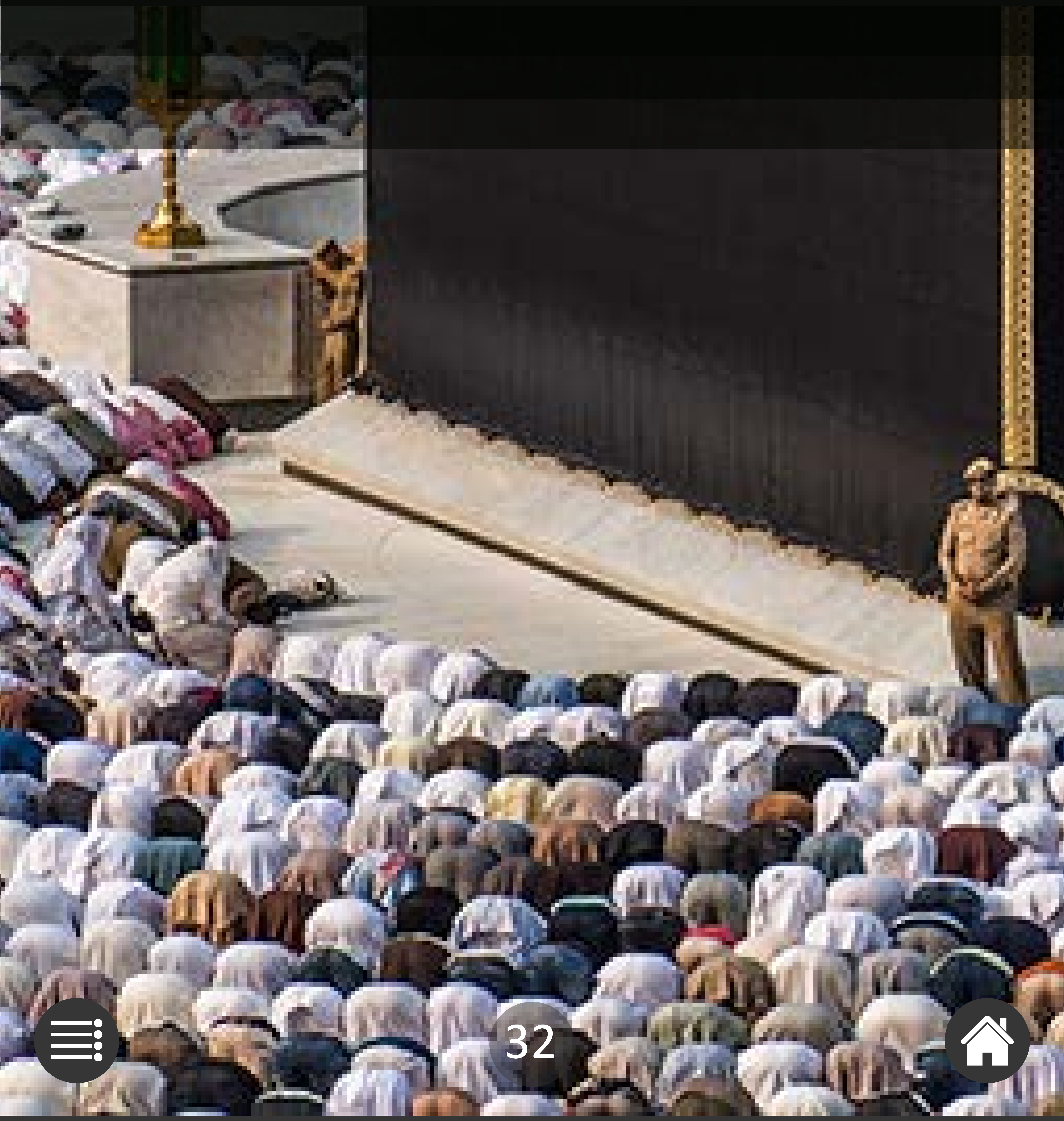
এটা কাবার ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত নালা বিশেষ। এখান থেকে কাবার পানি হাতীমে পতিত হয়।



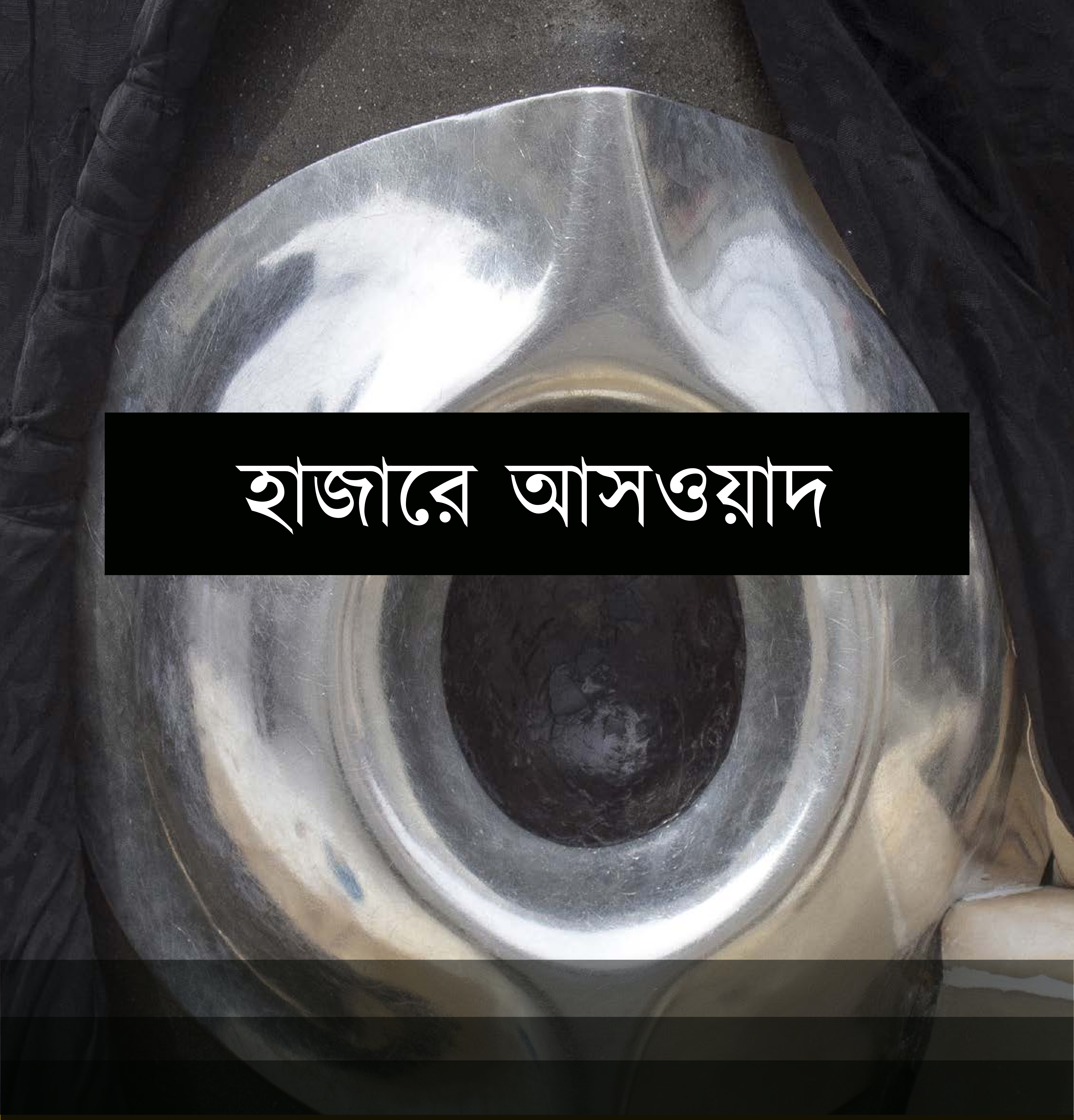


শাযারওয়ান

এটা কাবার ভিত্তিমূলকে ঘিরে থাকা অংশ। এটা মূল কাবা নয়; বরং কাবাকে সুসংহত ও বন্যা থেকে সুরক্ষিত রাখতে তৈরি করা হয়েছে। যুগের পর যুগ এটা থেকে গিয়েছে। বর্তমানে আমরা এই অংশ সাদা মার্বেলে আচ্ছাদিত দেখতে পাই।



হাজারে আসওয়াদ



- হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) জান্নাত থেকে আগত পাথর যেমনটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন।
- এটা তওয়াফের সূচনা ও সমাপ্তি বিন্দু।
- বৃষ্টির কারণে কাবাঘর ভেঙে গেলে কুরাইশরা যখন এটা রাখার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এটা এখানে স্থাপন করেন।

হাজারে আসওয়াদের অবস্থান:

- এটা কাবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত।
- ভূমি থেকে ১.৫ মিটার উচ্চতায়।



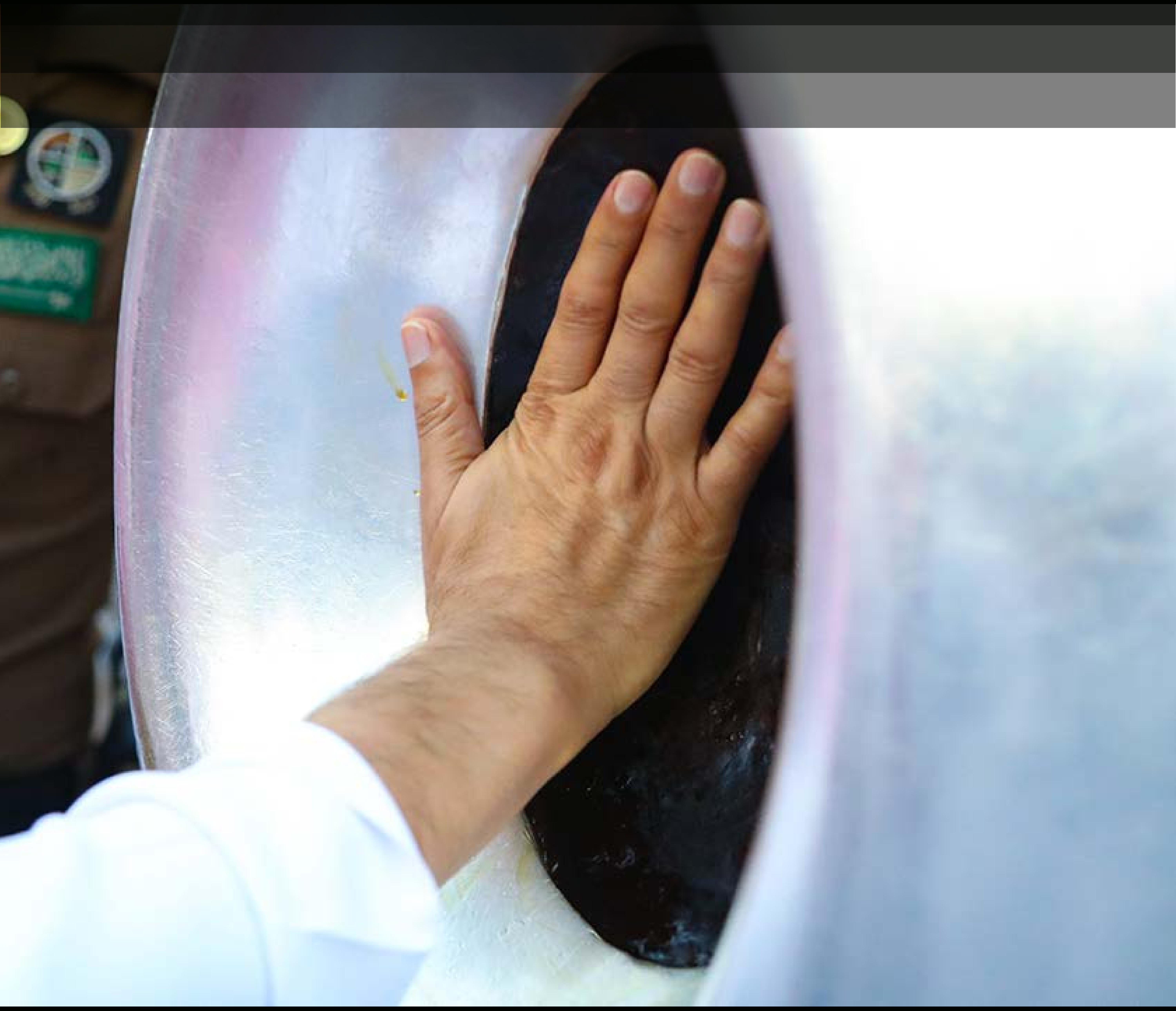
রূপার ফ্রেম:

- হাজারে আসওয়াদের সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য এটাকে একটি রূপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে।
- হাজারে আসওয়াদকে সর্বপ্রথম রূপার ফ্রেমে বাঁধেন আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু।



হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন:

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুকরণে হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করা বৈধ। বিশেষত হজ্জ মৌসুমের বাইরে যখন ভিড় না থাকে।
- হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ কিংবা দূর থেকে ইশারা করার সময় তাকবীর দেয়া উচিত।





হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করতে গিয়ে ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি বর্জন করা উচিত। কারণ এটা নিজের ও অন্যের জন্য কষ্টের কারণ।



মাকামে ইবরাহীম

মাকামে ইবরাহীম হলো: সেই পাথর পবিত্র কাবাঘর নির্মাণের সময় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেটার ওপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা হারামে অবস্থিত একটি সুস্পষ্ট বিস্ময়কর নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ

‘তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন: মাকামে ইবরাহীম’।[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]





অবস্থান:

কাবার দরজার সামনে

কাবার পূর্বদিকে ১০-১১ মিটার দূরত্বে

আকার-আকৃতি:

এটি বর্গাকার। এর মাঝে ডিম্বাকৃতিতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুই পায়ের ছাপ বিদ্যমান।

রঙ:

সাদা, কালো ও হলুদ মিশ্রিত।

আকার:

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ৫০ সে.মি.

- মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি বর্তমানে একটি স্বচ্ছ কাঁচঘেরা কক্ষে রয়েছে।
- সবদিক থেকে এটি রৌপ্য দিয়ে মোড়ানো।



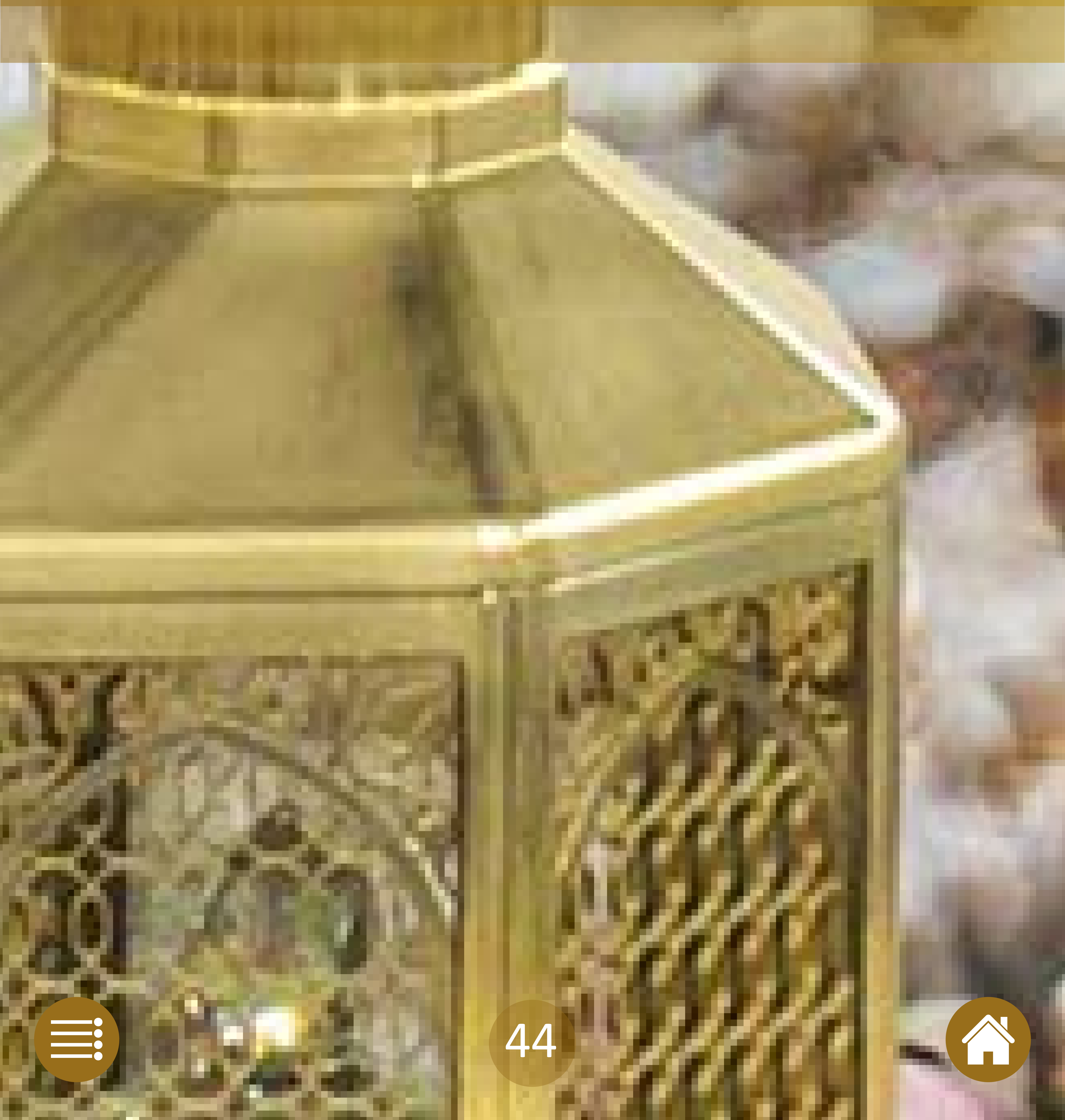
বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পরে মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকাআত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। উত্তম হলো দূর থেকে হলেও মাকামে ইবরাহীম বরাবার এমন স্থানে নামাজ পড়া যাতে সেটা তার ও কাবার মাঝে থাকে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

‘তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থল স্বরূপ গ্রহণ করো’। [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১২৫]



নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাকর্মীদের নির্দেশনা মেনে চলুন। অন্যের কষ্টের কারণ হবেন না। ভিড় এড়ানোর জন্য মাকামে ইবরাহীম থেকে দূরে কিংবা মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে নামাজ পড়া যেতে পারে।





সাফা ও মারওয়া

দু'টো ছোট পাহাড় যেখানে হাজেরা (ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মাতা) খাদ্য অথবা পানির খোঁজে আরোহন করেছিলেন।

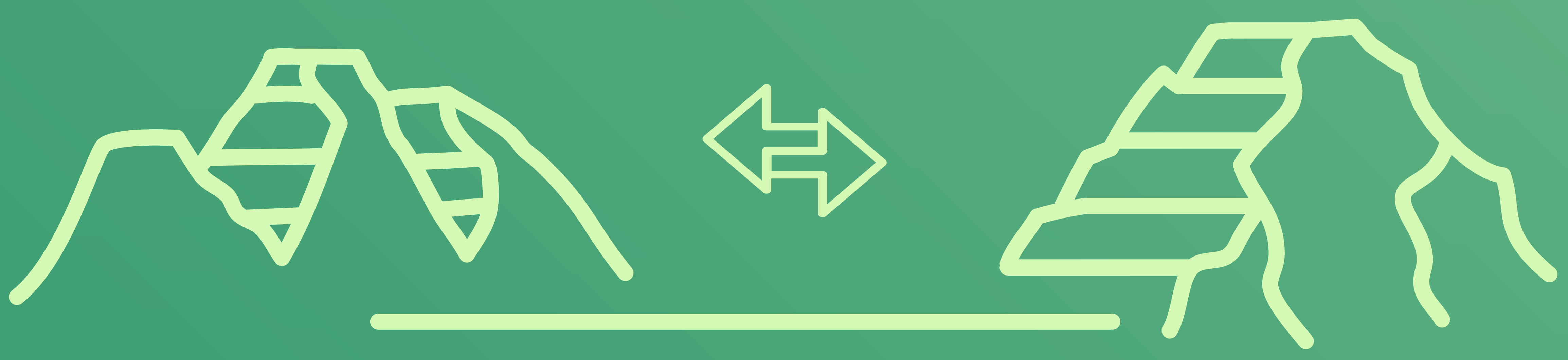
সাফা:

- একটি ছোট্ট পাহাড় যেখান থেকে সাঈর সূচনা হয়।
- নিচের ফ্লোরে এখনও সে পাহাড়ের পাথরগুলো দৃশ্যমান।


মারওয়া:

একটি ছোট্ট পাহাড় যেখানে সাঈ শেষ হয়।







সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ হজ্জ ও উমরার অন্যতম আমল:

আল্লাহ তাআলা বলেন

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

‘নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত’।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৫৮]



যমযম কূপ

- এটা কাবা শরীফের পূর্ব দিকে ২১ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।
- কূপের মুখের আয়তন ৩.৬০ মিটার।

যমযমের অন্যান্য নাম:

- সুকইয়ায়ে ইসমাঈল।
- সাফিয়া। মুবারকা।
- সালিমা।
- তাহিরা।

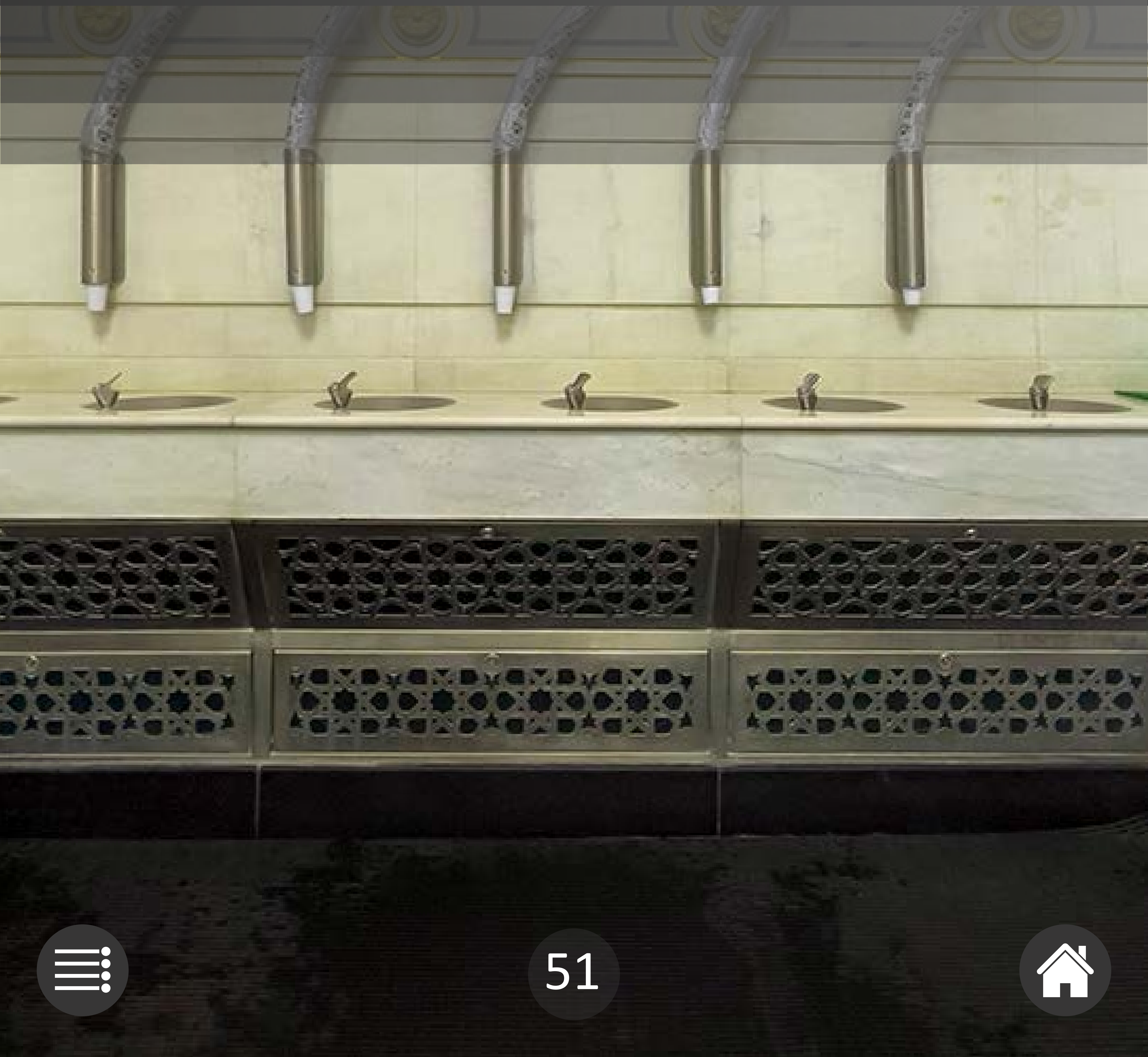




- যুগে যুগে খলীফা ও রাজা-বাদশাহগণ যমযম কূপের যত্নের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।
- সৌদি যুগেও এই গুরুত্বদান অব্যাহত থেকেছে।

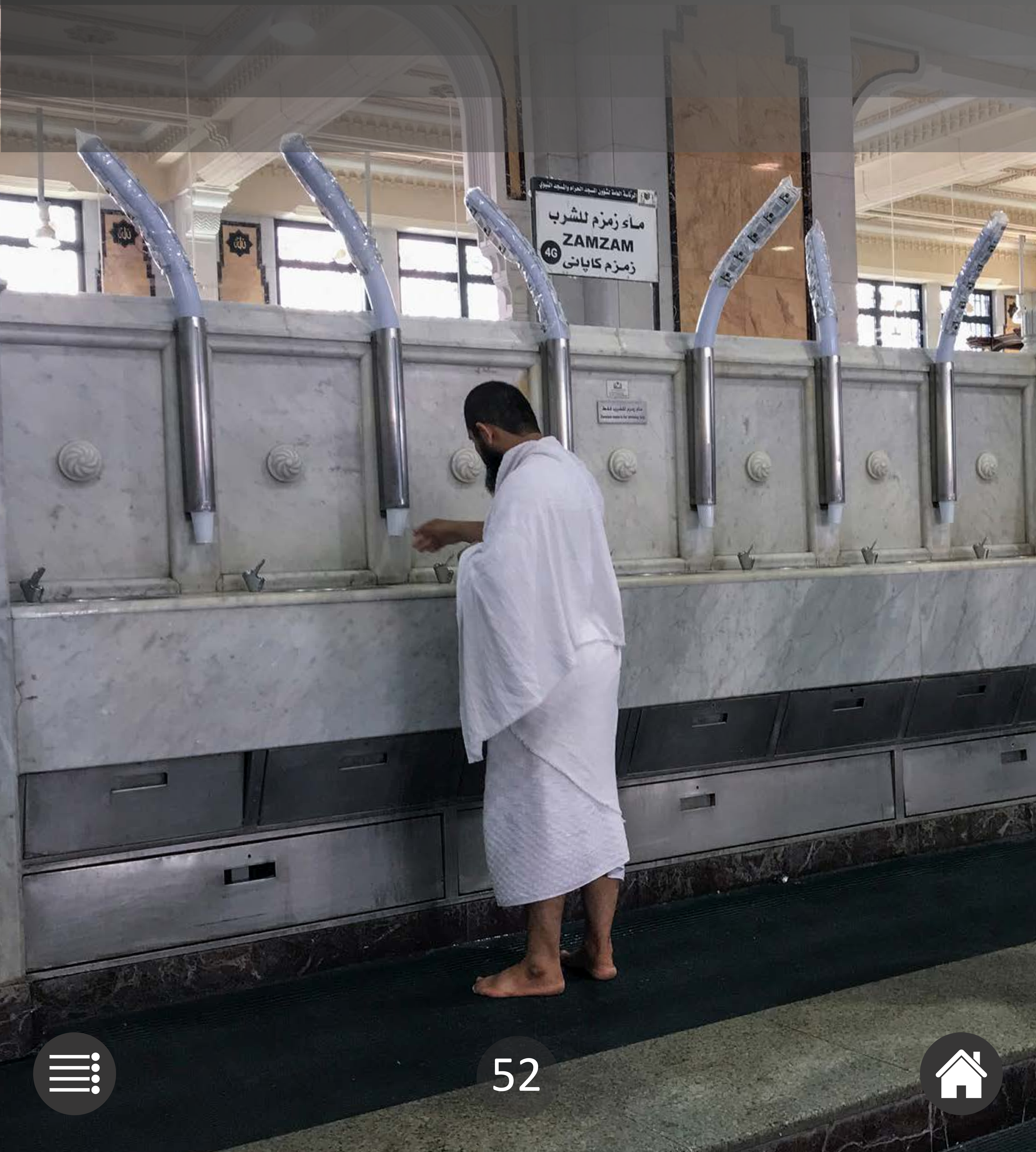
বাদশাহ আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহর যুগ থেকে শুরু করে:

- তিনি ১৩৪৫ হিজরীতে যমযমের একটি পথ তৈরি করার নির্দেশ দেন।
- পরবর্তী বছর দ্বিতীয় আরেকটি পথ তৈরির নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কূপ সংস্কার ও কূপের ওপর ঢাকনা তৈরির আদেশ দেন।



বাদশাহ সালমান হাফিজাহুল্লাহ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে:

- তিনি ১৪৩৯ হিজরীতে যমযম কূপের প্রয়োজনীয় সংস্কারের নির্দেশ দেন।
- যমযমের বিশেষ সেবা স্বরূপ পাঁচটি চ্যানেল নির্মাণের আদেশ দেন।



যমযমের পানি সরবরাহ বিভাগ:

এই বিভাগ যমযম কূপের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কাজ তত্ত্বাবধান করে। যাতে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে যমযমের পানি হাজ্জী ও উমরাকারীদের হাতে তুলে দেয়া যায়।





যমযম পরীক্ষাগার:

- যমযমের পানি জীবাণুমুক্তকরণের ধাপগুলো তত্ত্বাবধান করে।
- মসজিদে নববীতে ট্যাংকি ভরে যমযমের পানি সরবরাহ করে।





মসজিদে হারামে প্রদত্ত অন্যান্য সেবা



জুমুআর খুতবা

অনুবাদ সেবা

'মানারাতুল হারামাইন' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একাধিক ভাষায় জুমুআর খুতবার অনুবাদ শোনা সম্ভব। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মসজিদে হারাম থেকে জুমুআর খুতবার মৌখিক অনুবাদ সরাসরি সম্প্রচার করে থাকে।

বিদ্যমান ভাষাসমূহ:

১. উর্দু।

২. ফরাসি।

৩. মালাউই।

৪. ফারসি।

৫. ইংরেজি।

(ওয়েবসাইটে যেতে ক্লিক করুন)



মুসল্লীদের জিজ্ঞাসার

জবাব

মসজিদে হারামের চতুর্দিকে অসংখ্য ফোন রয়েছে যা উমরাকারী ও দর্শনার্থীদের সকল জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের জবাব দিয়ে থাকে। বিশ্বের সাতটি ভাষায় উক্ত সেবা প্রদান করা হয়।





হুইল চেয়ার সেবা

মসজিদে হারামে অসংখ্য সাধারণ ও বৈদ্যুতিক হুইল চেয়ার রয়েছে। সেসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও সেগুলোর সেবা পেতে ‘সচেতনতামূলক উমরা নির্দেশিকা’ ডাউনলোড করুন।

ডাউনলোডের জন্য এখানে ক্লিক করুন।

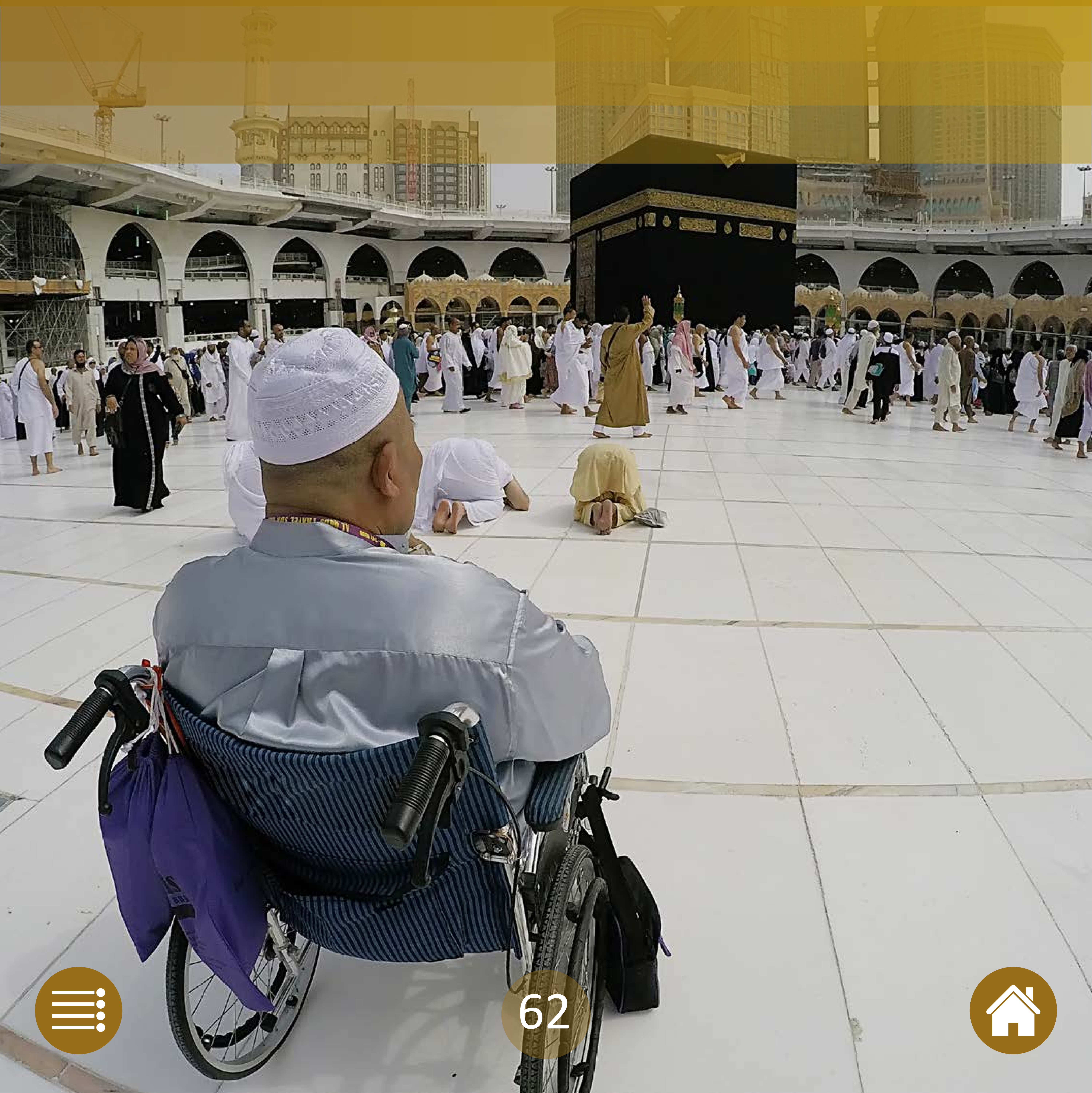




প্রতিবন্ধীদের সেবা

- শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সাংকেতিক ভাষায় জুমুআর খুতবার অনুবাদ পাওয়া যায়। বাদশাহ ফাহাদ সম্প্রসারণের ৬৪ নং গেটের মুসল্লাতে উক্ত সেবা প্রদান করা হয়।
- শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সাংকেতিক ভাষার সিডি ও জায়নামাজ সরবরাহ করা হয়।

- হারামের একাধিক জায়গা প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যথা ২৫ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন কিং ফাহাদ সম্প্রসারণ। তওয়াফ চত্বরে দুই রাকাআত নামাজের মুসল্লা। প্রথম ফ্লোরে আজইয়াদ মুসল্লা। নিচ তলায় ৬৭ নং গেটের সামনে ফাহাদ রহিমাহুল্লাহ সম্প্রসারণ মুসল্লা। নিচ তলায় ৮৮ ও ৭৪ নং গেটের পাশে নারীদের মুসল্লা।



- অন্ধদের জন্য ইলেকট্রনিক কুরআন এবং ব্রেইল কুরআন সরবরাহ করা হয়।



- গোটা মসজিদে হারামে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বতন্ত্র পথ (লেন) রয়েছে।



পরিচর্যা কেন্দ্র

যেসব কেন্দ্র একাধিক ভাষায় হাজ্জী ও উমরাকারীদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যাপক পরিসেবা এবং বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- সাধারণ হজ্জ ও উমরা সেবা
- অভিযোগ এবং রিপোর্ট সেবা
- দিক-নির্দেশনা সেবা
- অনুসন্ধান সেবা
- স্মার্ট কার্ড সেবা

এসব কেন্দ্রে যেসব ভাষায় সেবা প্রদান করা হয়:

১০ টি ভাষায়। সেগুলো হচ্ছে:

চীনা- উর্দু- ইংরেজি- তুর্কি- উজবেকি- ইন্দোনেশিয়ান-মালাউই-হাউসা-আরবি- ফারসি।

যোগাযোগ নম্বর

৯২০০০০২৮১৪

পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোর ঠিকানা ও লোকেশন জানতে

এখানে ক্লিক করুন

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH